USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

IFDC

# আপি নিউজ বুলেটিন

**কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ প্রকল্প (আপি)**

**সংখ্যা ২৯** | **ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তাপুষ্ট এবং ডিএই'র সহযোগিতায় একটি প্রকল্প** | **জুলাই ৩১, ২০১৩**

**ভিতরের পাতায় দেখুন**

গ্রামে ফেরা: একজন কিষাণীর কাহিনী ৩

আপি সম্পাদিত কার্যক্রম জুলাই ২০১৩ ৪

আগস্ট ২০১৩ মাসে আপি প্রকল্পের কার্যক্রম ৪

আপি নিউজ বুলেটিন হচ্ছে আপি প্রকল্পের একটি মাসিক প্রকাশনা।

বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য।

আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (আইএফডিসি) একটি পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থা যার প্রধান কার্যালয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যে। আইএফডিসি'র লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশ সমূহে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক:
ইশরাত জাহাঁ
আবাসিক প্রতিনিধি
আইএফডিসি বাংলাদেশ
ইউরেশিয়া ডিভিশন এবং
আপি প্রকল্প সমন্বয়কারী

ডিজাইন এবং লে-আউট:
সৈয়দ আফজাল হোসেন
ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ,
আপি

## চীফ অফ পার্টির বাণী

গত মাসেই আমরা বলেছিলাম যে, এ বছর আউশ এলাকা খুব একটা বৃদ্ধি পাবে না। মৌসুমের শুরুতে আউশের ক্ষেতগুলো বন্যার পানিতে ডুবে যায় এবং বীজতলা ভারী বর্ষণে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেহেতু আউশ এলাকা সংকুচিত হয়েছে, একই হারে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তির আওতাভুক্ত এলাকাও কমে এসেছে। বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ফসল হিসেবে আউশ পরিচিত এবং আমরাও কৃষকদের মত ফসলের উপর আবহাওয়ার বিরুপ প্রভাব অনুভব করছি। পক্ষান্তরে আমন এবং বোরো মৌসুমে বিশাল এলাকা জুড়ে ধানের চাষ করা হয় এবং সে সময়েই মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়।

এই বুলেটিনে আপি'র মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তি প্রদর্শনীর উপর প্রতিবেদন লেখা হয়েছে। ডঃ শাহারুখ আহমেদ প্রদর্শনীর প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে লিখেছেন। সোনিয়া কুতুবুদ্দিন গোপালগঞ্জের একজন সফল কিষানীর কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে কিভাবে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তি তার এবং তার স্বামীর জীবনে পরিবর্তন বয়ে আনছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন গবেষণার সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে স্থাপিত হওয়ায় আমরা বেশ আনন্দিত। এখন পর্যন্ত যদিও ফলাফল প্রাপ্তির সময় হয়নি, তবে সকল যন্ত্রপাতি এবং গবেষণা পদ্ধতি যথাযথভাবে চালু রয়েছে।

* * *

## বোরো ২০১৩ মৌসুমে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তি প্রদর্শনী মাঠের ফলাফল: কৃষকগণের প্রতিক্রিয়া

কোন প্রযুক্তির গুনাগুন প্রদর্শন করা এবং আকর্ষণীয়ভাবে তা কৃষকদের সম্মুখে উপস্থাপন করার একটি শক্তিশালী পন্থা হলো মাঠ প্রদর্শনী। মাঠ প্রদর্শনী প্রযুক্তি প্রচারণার কাজে নিযুক্ত শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি নয়, বরং এটি প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের এমন একটি মাধ্যম যা কৃষকদের আগ্রহকে অনুপ্রাণিত করে।

বোরো ২০১৩ মৌসুমে আপি-আইএফডিসি স্থাপিত প্রদর্শনী মাঠের মাধ্যমে কৃষকের প্রথাগত নিয়মের তুলনায় একটি উন্নততর চাষ প্রণালীর বিভিন্ন সুবিধাগুলো তুলে ধরা হয়। আপি-আইএফডিসি মাঠ প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো (১) খাদ্য নিরাপত্তা ও আয় বৃদ্ধিতে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তির প্রভাব উপস্থাপন করা এবং (২) কৃষকগণকে এই প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আপি প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন সুপারিশকৃত উন্নত ধান বীজে এই প্রযুক্তির ৪০০ টি বোরো প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।

**প্রদর্শনী স্থাপনের নিয়মাবলী:** প্রতি ২০০ বর্গ মিটার জমির দুইটি প্লটে মোট ৪০০ বর্গ মিটার জমিতে দুইটি ট্রিটমেন্ট দেখানো হয়। উভয় প্লটের মাটিতে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী প্রযোজ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) এর ধান উৎপাদন ম্যানুয়াল ২০০৭ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর সার সুপারিশ নীতিমালা ২০০৫ এর সুপারিশ অনুযায়ী নাইট্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য সার ভালভাবে মাটিতে মেশানো হয় । একটি ট্রিটমেন্টে সুপারিশ অনুযায়ী গুড়া ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয় এবং অপরটিতে ২.৭ গ্রাম ওজনের গুটি ইউরিয়া (হেক্টর প্রতি ১৬৯ কিলোগ্রাম [কেজি] অনুপাতে) মাটির গভীরে প্রয়োগ করা হয়। উভয় প্লটে একই জাতের ধানের চারা সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারা ২০ x ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করা হয় । আপি'র মাঠ পরিদর্শন কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহযোগিতায় প্রদর্শনী প্লটে নিয়মিত সেচ সরবরাহ করা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল

*এই বুলেটিনে প্রকাশিত তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বা ইউএসএআইডি এর মতাদর্শের প্রতিফলন নয়*

**আপি নিউজ বুলেটিন**

যোগাযোগ:
ইশরাত জাহাঁ
গ্রাহাম ডি. হান্টার

ঠিকানা:
ঢাকা অফিস:
সড়ক নং ৬২,
বাড়ী নং ৪বি, এপার্টমেন্ট-বি২
গুলশান - ২, ঢাকা -১২১২
বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৯৪২৮৮
৮৮০-২-৮৮১৭৩৯১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৬১০৯
ওয়েব সাইট:
www.aapi-ifdc.org
www.ifdc.org

বরিশাল অফিস:
"জোহরা"
৮৩৪ (নতুন) পুলিশ লাইন রোড
বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-২১৭৬৫৬৬

যশোর অফিস:
১৩৫১ পুলিশ লাইন রোড
টালিখোলা, পুরাতন কসবা
যশোর
ফোন: ০৪২১-৬০৯৮৬

আপি ব্যাবস্থাপনায়:
ইশরাত জাহাঁ,
প্রকল্প সমন্বয়কারী;
গ্রাহাম ডি. হান্টার,
চিফ অফ পার্টি;
মোঃ মফিজুল ইসলাম,
সিনিয়র এ্যাগ্রিকালচার স্পেশালিষ্ট;
ড. শাহরুখ আহমেদ, মোঃ ফজলুল হক, মোঃ ইকবাল হোসেন,
ড. বদিরুল ইসলাম,
এ্যাগ্রিকালচার স্পেশালিষ্ট;
মোঃ সামসুল আলম, আবুল হোসেন মোল্লা, মাহমুদ হোসেন,
ড. একেএম ফরহাদ,
প্রশিক্ষণ স্পেশালিষ্ট;
ডঃ মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া,
মাইনুল আহসান, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী;
মোঃ নুরুল ইসলাম,
মার্কেট/বিজনেস ডেভঃ স্পেশালিষ্ট;
রাম প্রসাদ ঘোষ, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার; আব্দুল ওয়াহাব, কৃষি প্রকৌশলী; সোনিয়া কুতুবুদ্দিন, একটিভিটি কোঅর্ডিনেটর; রুবিনা ইসলাম, জেন্ডার স্পেশালিষ্ট;
সৈয়দ আফজাল মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট;
এ.এফ.এম. সালেহ চৌধুরী,
চিফ একাউনটেন্ট;
বিষ্ণু রূপ চৌধুরী,
প্রশাসনিক ও ক্রয় কর্মকর্তা

শস্য ব্যবস্থাপনা কৃষক করে থাকেন। শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক হলে ফসল কাটা হয়। দুটি ব্যবস্থাপনা প্লটের প্রতিটি থেকেই দৈব চয়নের ভিত্তিতে বাছাইকৃত ১০ বর্গ মিটার (৫x২) অংশ থেকে (২৫০ গোছা ধান) ফসল কর্তন করে, আর্দ্রতা পরিমাপ করে ভেজা ধানের ওজন নিয়ে শতকরা ১৪ ভাগ আর্দ্রতায় প্রতি হেক্টর হিসেবে ফলন মেপে দেখা হয়।

**প্রদর্শনী প্লটে প্রাপ্ত ফলাফল:** প্রদর্শনী প্লটের ফসল কর্তনের ফলাফল থেকে বিভিন্ন জাতের ধানে নাইট্রোজেন সার ছিটিয়ে এবং গুটি আকারে মাটির গভীরে প্রয়োগ করায় ফলনের উপর তুলনামূলক পার্থক্য (কেজি/হেক্টর) সারণী -১ এ দেখা যেতে পারে।

প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ফিড দ্য ফিউচার জেলায় গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিআরআরআই ২৯ জাতের ধান চাষে সবচেয়ে বেশী ফলন (৭,৬৯৪ কেজি/হেঃ) পাওয়া গেছে এবং এর পরে রয়েছে হাইব্রিড জাতের ধান ফলন (৭,৫৯২ কেজি/হেঃ)। ফলন প্রাপ্তি ক্রমে এর পর ছিল ব্রি ধান ৫০ এর ফলন (৬,৮২৩ কেজি/হেঃ), তারপর ব্রি ধান ২৮ এর ফলন (৬,৭৬৮ কেজি/হেঃ)। সবচেয়ে কম ফলন পাওয়া গেছে বিনা-৮ জাতের ধান থেকে, যার ফলন ছিল মাত্র ৬,৫০৮ কেজি/হেঃ। ছিটিয়ে গুড়া ইউরিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এফটিএফ জেলায় জাত ভেদে ফলনের একইক্রম পরিলক্ষিত হয়। তবে ময়মনসিংহ ও শেরপুর অঞ্চলে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাইব্রিড জাতের ধানে সবচেয়ে বেশী ফলন (৮,১৭০ কেজি/হেঃ) পাওয়া গেছে। এর পরে আছে যথাক্রমে ব্রি ২৯ জাতের ফলন (৭,৩৮২ কেজি/হেঃ) এবং ব্রি ধান ২৮ এর ফলন (৬,৪২৬ কেজি/হেঃ)। ময়মনসিংহ ও শেরপুর অঞ্চলে ছিটিয়ে গুড়া ইউরিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জাত ভেদে ফলনের একইক্রম পরিলক্ষিত হয়। মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তি এবং ছিটিয়ে গুড়া ইউরিয়া ব্যবহারে ফলনের তুলনামূলক পার্থক্যের হিসেবে এফটিএফ এবং ময়মনসিংহ ও শেরপুর উভয় অঞ্চলে হাউব্রিড ধানের ফলনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পার্থক্য দেখা যায়। এরপর যথাক্রমে রয়েছে ব্রি ২৯ এবং ব্রি ২৮ জাতের ধান। এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সবচেয়ে কম ফলনের পার্থক্য দেখা যায় বিনা-৮ জাতের ধানে।

প্রদর্শনী মাঠের তথ্য ব্যবহার করে ধান ফসলের ক্ষেত্রে মোট সার ব্যবহারের পরিমান, সারের খরচ এবং ধানের ফলনের উপর দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়। সারণী-২ এ প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে অর্জিত লাভের পরিমান বেশ উল্লেখযোগ্য। এতে নাইট্রোজেন সার সাশ্রয়ের পরিমান ১২৬ কেজি/হেঃ, সারের খরচের সাশ্রয় ২,১৯০ টাকা/হেঃ, এবং প্রাপ্ত অতিরিক্ত ফলন ৮৬৬ কেজি/হেঃ।

**সারণী ১: বোরো ২০১৩ মৌসুমে প্রদর্শনী প্লটে বিভিন্ন জাতের ধানে নাইট্রোজেন সার ছিটিয়ে এবং গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে ফলনের উপর প্রভাব (কিলোগ্রাম প্রতি হেক্টর হিসেবে)**

| ধানের জাত | প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা | ফলন (কেজি/হেঃ) | | | | ফলনের পার্থক্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগকৃত প্লট | | ছিটিয়ে ব্যবহৃত গুড়া ইউরিয়ার প্লট | | | |
| | | গড় | কো-ইফিসিয়েন্ট অব ভ্যারিয়েশন (CV) | গড় | কো-ইফিসিয়েন্ট অব ভ্যারিয়েশন (CV) | (কেজি/হেঃ) | শতকরা হিসেবে (%) |
| **ফিড দ্য ফিউচার (এফটিএফ)** | | | | | | | |
| বিআরআরআই ধান ২৮ | ১৬১ | ৬,৭৬৮ | ৯.৬৯ | ৫,৯৩৮ | ১০.৭৬ | ৮৩০ | ১৪ |
| বিআরআরআই ধান ২৯ | ৮১ | ৭,৬৯৪ | ৭.৯০ | ৬,৮৬৯ | ৮.৬৪ | ৮২৫ | ১২ |
| বিআরআরআই ধান ৫০ | ১৯ | ৬,৮২৩ | ৯.০২ | ৬,০৩৯ | ৯.৭২ | ৭৮৪ | ১৩ |
| বিআরআরআই ধান ৪৭ | ১১ | ৬,৫৩৪ | ১২.২৯ | ৫,৮৫৭ | ১২.২৩ | ৬৭৭ | ১২ |
| হাইব্রিড | ১৯ | ৭,৫৯২ | ১০.৮২ | ৬,৪৫৫ | ১০.৪৮ | ১,১৩৭ | ১৮ |
| বিনা-৮ | ৮ | ৬,৫০৮ | ৯.৩৮ | ৫,৮৭৬ | ১১.১৭ | ৬৩২ | ১১ |
| **ময়মনসিংহ ও শেরপুর** | | | | | | | |
| বিআরআরআই ধান ২৮ | ৫৫ | ৬,৪২৬ | ৯.২৮ | ৫,৫৫৮ | ১২.৪৭ | ৮৬৮ | ১৬ |
| বিআরআরআই ধান ২৯ | ২৭ | ৭,৩৮২ | ১২.৬৭ | ৬,৩৩৮ | ১৩.১২ | ১,০৪৪ | ১৬ |
| হাইব্রিড | ১৪ | ৮,১৭০ | ৭.৭১ | ৭,০৭৪ | ৯.৬১ | ১,০৯৬ | ১৫ |

*সূত্র: আপি প্রদর্শনী প্লট ফসল কর্তন, বোরো ২০১৩।*

**সারণী ২: বোরো ২০১৩ মৌসুমে ধান চাষে সার ব্যবহারের পরিমান, সারের খরচ এবং প্রাপ্ত ফলনের উপর নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ প্রযুক্তির প্রভাব**

| তালিকা | সার ব্যবহার (গড়ে) | সারের খরচ (গড়ে) | ফলন (গড়ে) |
|---|---|---|---|
| | (কেজি/হেঃ) | (টাকা/হেঃ) | (কেজি/হেঃ) |
| গুটি ইউরিয়া | ১৬৯ | ৩,৭১৩ | ৭,০২৯ |
| গুড়া ইউরিয়া | ২৯৫ | ৫,৯০৩ | ৬,১৬৩ |
| পার্থক্য | ১২৬ | ২,১৯০ | ৮৬৬ |
| কোইফিসিয়েন্ট অব ভ্যারিয়েশন (CV) | ০.২৫ | ০.২৪ | ১২.৩৯ |
| লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স (LSD) (০.০৫) | ০.০৮ | ১.৬৩ | ১১৩.৮২ |

*সূত্র: আপি প্রদর্শনী মাঠের ফসল কর্তন, বোরো ২০১৩।*
*নোট: সারের মূল্য: গুড়া ইউরিয়া ২০ টাকা/কেজি, গুটি ইউরিয়া ২২ টাকা/কেজি*

**কৃষকগণের প্রতিক্রিয়া:** প্রদর্শনী মাঠের বেশীর ভাগ কৃষক গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তির প্রতি বেশ ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। নীচে তাদের মতামত উপস্থাপন করা হলো:

- মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ প্রযুক্তি ব্যবহারে ধানের সক্রিয় কুষির সংখ্যা, শস্যদানার গুণাগুণ এবং শস্যদানার ওজন কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কুষির বন্ধাত্য হ্রাস হয়, ফলে ধানের ফলন (শস্য এবং খড়) বেশি হয়।
- ইউরিয়া ব্যবহারের খরচ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।
- একবার ব্যবহারই যথেষ্ট বলে চড়া মৌসুমে ইউরিয়া সারের অপ্রাপ্যতার ঝুঁকির আশংকা থাকে না।
- কম পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই এর আক্রমন হয় এবং কম আগাছা জন্মায় বলে ফসল উৎপাদনের খরচ কম হয়।
- তবে গুটি ইউরিয়া সংরক্ষণ এবং ব্যবহার ঝামেলাপূর্ণ।
- সারিবদ্ধভাবে ধানের চারা রোপণ এবং মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের জন্য শ্রমিকের খরচ প্রাথমিকভাবে বেশী হয়।
- গুড়া ইউরিয়ার ন্যায় গুটি ইউরিয়ারও কৃষকের নাগালের মধ্যে সঠিক সময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে কৃষকগণ অবহিত করেন যে, বর্তমানে একজন কৃষককে কোনো বিচ্ছিন্ন স্বত্তা হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ আর নেই। কৃষকদের কর্মকৌশল, ফসল উৎপাদন এবং মুনাফা অর্জন প্রত্যক্ষভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উন্নত জীবিকার্জনের সন্ধান দিতে পারে এমন কৃষি প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সম্পর্কে কৃষকসমাজ স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে জানতে আগ্রহী।

* * *

## গ্রামে ফেরা: একজন কিষাণীর কাহিনী

সাঁইত্রিশ বছর বয়সী মমতাজ বেগম দুই সন্তানের মা। আইএফডিসি'র আপি প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকে নিজের প্রতি অনেক আস্থা এবং যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি তার সংসার এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কাজগুলো সম্পন্ন করছেন। মমতাজ বেগমের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া উপজেলার হিরন ইউনিয়নের হিরন গ্রামে। কৃষিকাজে মমতাজ বেগমের হাতেখড়ি তার বাবার কাছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন মমতাজ বেগম। যখন মমতাজ বেগমের বয়স ১৫ বছর তখন খুলনা শহরে বসবাসরত জনাব ইস্কান্দার আলী শেখের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর মমতাজ বেগম আট বছর গৃহিনী হিসেবে তার স্বামীর সাথে খুলনা শহরে জীবনযাপন করেন। তবে বাবার বাড়িতে তার ঘনঘন যাতায়াত চাষাবাদের নিয়ম কানুন শেখার এবং কৃষি কাজ সংক্রান্ত নতুন নতুন ধারণা লাভের যথেষ্ট সুযোগ করে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে গ্রামে ফিরে কৃষি কাজে লিপ্ত হওয়ার এক প্রবল ইচ্ছা তার মনে জাগ্রত হয়।

অবশেষে স্বামীর অনুমতি নিয়ে গ্রামে ছেলেমেয়ে লালনপালন এবং কৃষি কার্যক্রমে বিনিয়োগ করার জন্য মমতাজ খুলনা ত্যাগ করেন। কৃষি কাজে তার সক্রিয় পূর্ব-অভিজ্ঞতার জন্য মমতাজের স্বামী তাকে দুই বিঘা (গোপালগঞ্জ এলাকায় ১ বিঘা সমান ৫২ ডেসিমেল) জমি লিজ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেন। লীজ নেওয়া জমিতে চাষ দেওয়ার জন্য মমতাজ ট্র্যাক্টর ভাড়া নেন, বাজারে গিয়ে সবচেয়ে ভালমানের ধানবীজ কিনে আনেন, এলাকার সেচপাম্প মালিকের সাথে কথা বলে তার জমি সেচের আওতায় আনেন। এছাড়াও একজন ভাল কৃষকের জন্য উপযুক্ত সকল দিকেই মমতাজ তীক্ষ্ম নজর রাখেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ সহকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমন মৌসুমে মমতাজ স্থানীয় উন্নত জাতের ধান রোপণ করলেও বোরো মৌসুমে তিনি উন্নত ফলনশীল জাতের ধানবীজ ব্যবহার করেন। নতুন কিছু শেখার প্রতি মমতাজের প্রবল আগ্রহ এবং কর্মস্পৃহার ফল প্রথম থেকেই তিনি পেতে থাকেন। প্রতি বিঘা জমি থেকে মমতাজ প্রায় ২০ মণ (১ মণ সমান ৪০ কেজি) ধান পান। দুঃখজনক যে এরপর তার বাবা মারা যান এবং মমতাজ তার বাবার দু বিঘা জমি চাষাবাদ এবং দেখাশুনা করতে শুরু করেন।

মমতাজের বাবার বাড়ি মাঝবাড়ি ব্লকের অন্তর্ভূক্ত। মাঝবাড়ি ব্লকের উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব সন্তোস ঘরামী এলাকার অন্যান্য কৃষকসহ মমতাজ বেগমকে সঠিক বয়সের ধানের চারা রোপণের পরামর্শ দেন। জনাব সন্তোস ঘরামী সেচ মেশিন মালিকদের যথাসময়ে সেচ চালু করতেও প্রনোদিত করেন। পরবর্তীতে মমতাজের লীজকৃত জমি এবং তার বাবার জমি উভয় ক্ষেতের ফলন বেড়ে প্রতি বিঘা জমিতে ২৫ থেকে ২৬ মন ধান পেতে থাকেন। ধীরে ধীরে মমতাজ তার লীজের জমির পরিমান বাড়াতে থাকেন এবং আরো তিন বিঘা জমি লীজ নিতে সক্ষম হন।

সাক্ষাতকার গ্রহণকালে বাবার বাড়ির সামনে মমতাজ বেগম।

২০১১ বোরো মৌসুম শুরুর আগে জনাব সন্তোস ঘরামীর সহায়তায় আপি'র মাঠ কর্মকর্তা মমতাজ বেগমকে তার মাঝবাড়ি ব্লকের একটি প্লটে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তির একটি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করার অনুরোধ করেন। প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তিনি একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ অনুযায়ী মমতাজ প্রদর্শনী প্লটে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করার পর নিজ আগ্রহে অতিরিক্ত ৪০ ডেসিমেল জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করেন। গুটি ইউরিয়া প্রয়োগকৃত প্লটে প্রতি বিঘা জমিতে ৪০ মণ হারে ধানের ফলন দেখে মমতাজ বিমোহিত হন।

পরবর্তী বোরো ২০১২ মৌসুমে মমতাজ নিজের পাঁচ বিঘা এবং তার বাবার দুই বিঘা জমি গুটি ইউরিয়ার আওতায় নিয়ে আসেন। সাত বিঘা জমি থেকে মমতাজ বেগম প্রতি বিঘায় ৪০-৪৫ মণ হারে ধানের ফলন পান। অতিরিক্ত ফলনের লাভ দেখে মমতাজের স্বামী খুলনার রুটি বানানোর কাজ ছেড়ে গ্রামে ফিরে একটি ছোট ব্যবসা শুরু করার সাহস পান।

এবছরে বোরো ২০১৩ মৌসুমে মমতাজের তত্ত্বাবধানে থাকা সাত বিঘা জমিতে গড়ে ৪৫- ৫০ মণ/বিঘা হারে ধানের ফলন পাওয়া গেছে। তার প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন তার মাঠের অসাধারণ ফলন দেখতে এসেছিলেন এবং মমতাজের বিশ্বাস পরবর্তী মৌসুমে অনেক কৃষকই তাদের ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করবেন। ধান কাটার শ্রমিক, মাড়াই শ্রমিক এবং সেচ পাম্প মালিককে চুক্তি অনুযায়ী ধান দিয়ে, মমতাজ তার প্রাপ্য অংশ আপাতত রেখে দিয়েছেন। ধানের দাম বাড়লে তখন বিক্রি করবেন এমন পরিকল্পনা করছেন তিনি। ইতোমধ্যে মমতাজ এবং তার স্বামী গ্রামে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে ধীর গতিতে, কারণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্প টাকা জমিয়ে বাড়ির এক এক অংশ তৈরি করা হচ্ছে। মমতাজের বিশ্বাস শীঘ্রই বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হবে। তার পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য মমতাজ গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি এবং আইএফডিসি ও আপি প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

* * *

## আপি সম্পাদিত কার্যক্রম জুলাই ২০১৩

জুন ২৫-জুলাই ২৪, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে আপি প্রকল্প যে সকল কার্যক্রম সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে তা নিম্নে সারণীতে দেয়া হলো।

| নির্দেশক | একক | মৌসুমের লক্ষ্যমাত্রা | জুলাই ২০১৩ মাসে অর্জন | মৌসুমের অর্জন | লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হিসাবে |
|---|---|---|---|---|---|
| **আউশ মৌসুম** | | | | | |
| গুটি ইউরিয়ার আওতায় আউশ জমির পরিমান | হেঃ | ২১৫,৮৪৮ | ২৯,৩৪৩ | ১৫৯,৬৫০ | ৭৪% |
| কৃষক প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ৯৬৫ | ৫ | ৮৮৫ | ৯২% |
| মাঠ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ২৪৫ | ২৯ | ২৩০ | ৯৪% |
| পুরোনো কৃষকদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা | সংখ্যা | ৮৩ | ৪০ | ৬৯১ | ৭৮৪% |
| গুটি ইউরিয়া মেশিন বিক্রয় | সংখ্যা | ৪৫ | ৫ | ৭ | ১৬% |
| ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ২ | ১ | ৫ | ২৫০% |
| **আমন মৌসুম** | | | | | |
| গুটি ইউরিয়ার আওতায় আমন জমির পরিমান | হেঃ | ৬৮৬,১৩৪ | ১২,৯২২ | ১২,৯২২ | ২% |
| সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষন | সংখ্যা | ২৮ | ১৫ | ১৫ | ৫৪% |
| কৃষক প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ১,৪৯৫ | ২৫৪ | ২৫৪ | ১৭% |
| সম্প্রসারণ কর্মীদের সাথে সভা | সংখ্যা | ১২ | ৩ | ৩ | ২৫% |
| পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | ২৪ | ১৫ | ১৫ | ৬৩% |
| মাঠ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ৩৪৮ | ৩৩ | ৩৩ | ৯% |
| মাঠ পর্যবেক্ষন | সংখ্যা | ১০ | ১ | ১ | ১০% |
| উদ্বুদ্ধকরণ মাঠ পরিদর্শন | ব্যাচ | ৫ | ১ | ১ | ২০% |
| পুরোনো কৃষকদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা | ব্যাচ | ৫৮৪ | ১৭৭ | ১৭৭ | ৩০% |
| গুটি ইউরিয়া প্রস্তুতকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ২২ | ৬ | ৬ | ২৭% |

* * *

## আগস্ট ২০১৩ মাসে আপি প্রকল্পের কার্যক্রম

আগস্ট মাসে আপি প্রকল্প আউশ এবং আমন ধানে মনোনিবেশ করছে। এই মাসে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো মাঠ পর্যায়ে পরিচালনা করা হবে।

- ৮৯৬টি ব্যাচে ধান ও সবজি চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ (গুটি ইউরিয়া ও এনপিকে)
- ৭টি সম্প্রসারণকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ
- ২৯৭টি মাঠ প্রদর্শনী স্থাপন
- ২৩টি ধান ফসলের মাঠ পর্যবেক্ষণ স্থাপন
- ৪টি ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ
- ৯টি ব্যাচে গুটি ইউরিয়া প্রস্তুতকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ
- পুরোনো কৃষকদের সাথে ৬১৬টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা
- ৫৪২টি আউশ শস্যকর্তন (প্রদর্শনী, পর্যবেক্ষণ ও কৃষকের মাঠ)
- ২১টি স্টেকহোল্ডার কর্মশালা
- ১৪টি সম্প্রসারণকর্মীদের সাথে সভা

* * *